দৈনিক
ইত্তেফাক

6

তারিখ ... 10 ... [illegible]
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪

সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্ণয়ে বর্তমান পদ্ধতির পরিবর্তন দরকার

শিক্ষকদের অভিমত

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

এসএসসি ও এইচএসসিতে বর্তমানে যে পদ্ধতিতে সেরা দশটি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয় তা সংস্কারের দাবি করেছেন দেশের সেরা কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা। তারা বলছেন বর্তমান পদ্ধতিতে সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হয় না। এই শিক্ষকরা সেরা প্রতিষ্ঠানের একাধিক তালিকা প্রণয়ন না করে কয়েকটি ক্যাটাগরির ভিত্তিতে গড়ে একটি তালিকা করার পরামর্শ দেন।

গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর পর থেকে শিক্ষাবোর্ডগুলো ফলাফল প্রকাশের সাথে দুটি ক্যাটাগরিতে পৃথকভাবে সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুটি তালিকায় বিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ করে আসছে। এর মধ্যে প্রথম তালিকাটি প্রকাশ করা হয় সর্বোচ্চ সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তির ভিত্তিতে এবং দ্বিতীয় তালিকাটি প্রকাশ করা হয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে শতভাগ পাসের ভিত্তিতে। এবার এসএসসিতে রাজধানীর রাজউক উত্তরা (১৯শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

(২০শ পৃঃ পর)

মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ৩৪৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে ৩২৬ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। বাকি ২১জনের জিপিএ-৪.৮৮ থেকে ৪.৩৮ এর মধ্যে। এ কলেজের প্রাপ্ত জিপিএ-৫ এর শতকরা হার ৯৩ দশমিক ৯৫ শতাংশ। এরপরও ঢাকা শিক্ষাবোর্ড সেরাদের যে তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে এই প্রতিষ্ঠানের অবস্থান সপ্তম। এ বিষয়ে রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল এ এস এম মুসফিকুর রহমান বলেন, এই তালিকায় আমাদের অবস্থান সপ্তম দেখানো হয়েছে জিপিএ-৫ এর সংখ্যার ভিত্তিতে। আমাদের শিক্ষার্থী সংখ্যা যেহেতু কম তাই তুলনামূলকভাবে অন্যদের চেয়ে জিপিএ-৫ এর সংখ্যাও কম। অথচ আমরা যে প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করি সেগুলোর প্রায় প্রত্যেকটিতে গতবারের চেয়ে এবার শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বাড়ানো হয়েছে। অধ্যক্ষ বর্তমানে জিপিএ-৫ প্রাপ্তির ভিত্তিতে সেরা দশ নির্ণয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে দ্বিমত প্রকাশ করে বলেন, সেরা দশ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বোর্ডের বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পাসের হার, পরীক্ষার্থীর সংখ্যার অনুপাতে জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা। এছাড়া বিভিন্ন সহায়ক কার্যক্রম বিবেচনা করে সেরা দশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা করা উচিত।

এবার এসএসসি পরীক্ষায় শতভাগ পাসের ভিত্তিতে সেরা দশের মধ্যে তৃতীয় এবং জিপিএ-৫ প্রাপ্তির দিক থেকে স্কুলটির অষ্টম অবস্থানে থাকা উত্তরা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোয়াজ্জেম হোসেন ভূএাও দ্বিমত প্রকাশ করেন প্রচলিত পদ্ধতির সাথে। তিনি বলেন, পাসের হার, শিক্ষার্থীর অনুপাত, শিক্ষার পরিবেশ, কো-কারিকুলাম শিক্ষা এসব বিবেচনায় একটি স্কুলকে সেরা নির্ণয় করা উচিত।

জিপিএ-৫ ও শতভাগ পাস এই দুই তালিকায় পঞ্চম অবস্থানে থাকা মাইলস্টোন কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল লে. কর্নেল (অব.) এম কামাল উদ্দিন ভূইয়া বলেন, শুধু আমি কতটা জিপিএ-৫ পেলাম তা বিবেচনা করে সেরা তালিকা প্রকাশ করলে আমি মনে করি সেরা নির্বাচন যথার্থ হয় না। তিনি কোন গ্রেডের শিক্ষার্থী ভর্তি করে তাদের দিয়ে কোন গ্রেডের ফলাফল করানো হল সেরা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে সেটিও বিবেচনায় আনা উচিত।

মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ হাফিজুল ইসলাম এ বিষয়ে বলেন, সেরা দশ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যার অনুপাতে জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা এবং শতভাগ পাস বিষয়টি বিবেচনা করে সেরা দশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা করা উচিত। তার স্কুল এবার সেরা দশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একমাত্র সরকারি স্কুল হিসাবে নবম অবস্থানে আছে।

সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের বর্তমান পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ শামসুল হক ইত্তেফাককে বলেন, 'বর্তমানে আমরা যে পদ্ধতিতে সেরা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন করি তা সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত নিয়েই করা হয়। তবুপরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা যে সংস্কারের কথা বলছেন তা আমাদের কাছে প্রস্তাব আকারে পাঠালে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে আমরা পদক্ষেপ নেব।'